দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 11 MAR 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

১৭৪

ডবল শিফটের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রভাতী শাখায় ক্লাস শুরু করিতে হইবে ৭টায়

রেজানুর রহমান ॥ দেশের ডবল শিফটের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সকাল ৭টা হইতে প্রভাতী শাখার ক্লাস চালু করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডঃ হামিদা বানু স্বাক্ষরিত একটি সার্কুলারে

(২য় পৃষ্ঠায় ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ডবল শিফটের

(প্রথম পৃঃ পর)

বলা হইয়াছে 'লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধানগণ তাহাদের ইচ্ছামত স্ব-স্ব বিদ্যালয়ের ক্লাস রুটিন তৈরী করেন এবং সে অনুযায়ী বিদ্যালয়সমূহ চালু থাকে। ইহার ফলে কোন কোন বিদ্যালয়ের পাঠদানের সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া যায়। পিরিয়ড প্রতি সময় অপর্যাপ্ত থাকিয়া যায়। এমতাবস্থায় শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সারাদেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাস চালু করিতে হইবে। নূতন নিয়ম অনুযায়ী আগামীতে সকাল ৭টায় ডবল শিফটের প্রভাতী শাখার ক্লাস শুরু হইবে। অবশ্যই ৬ ঘন্টা ক্লাস চালু রাখিতে হইবে। নূতন নিয়মে প্রভাতী শাখার ক্লাস বসিবে সকাল ৭টায়। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য ১৫ মিনিট, প্রথম পিরিয়ড ৪৫ মিনিট, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও ৪র্থ পিরিয়ড ১২০ মিনিট, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পিরিয়ড ১০৫ মিনিটে শেষ করিতে হইবে। ডবল শিফটের দিবা শাখার ক্লাস চালু হইবে দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে। ক্লাস শেষ হইবে বিকাল ৫টা ৩৫ মিনিটে। এক শিফটের বিদ্যালয়ে অবশ্যই সকাল ১০টায় ক্লাস চালু করিতে হইবে। ক্লাস শেষ হইবে বিকাল ৪টায়।'

শিক্ষা অধিদপ্তরের এই সার্কুলারে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকদের মধ্যে মিশ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। সকাল ৭টায় প্রভাতী শাখার ক্লাস শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে কোন্ যুক্তিতে এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন অনেকে। সকাল ৭টায় বিদ্যালয়ের ক্লাস চালু হইলে ছাত্র-ছাত্রীকে অবশ্যই সকাল ৬টায় বাসা হইতে বাহির হইতে হইবে। স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য তাহাকে ঘুম হইতে উঠিতে হইবে আরও এক ঘন্টা আগে। অর্থাৎ ৭টার ক্লাসে বসিতে হইলে ছাত্র-ছাত্রীকে অবশ্যই সকাল ৫টায় ঘুম হইতে জাগিতে হইবে। হঠাৎ করিয়া ইহা কী সম্ভব? অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে বাবা-মায়েরা অফিসে যাওয়ার পথে স্কুলে পৌঁছাইয়া দিয়া যান। সকাল ৭টায় ক্লাস শুরু হইলে অফিসগামী বাবা-মায়েরা বিপাকে পড়িবেন। একটি সূত্রের মতে, স্কুলের এই নূতন নিয়ম সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনেকেই কিছু জানেন না। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাস্তবতা বিবর্জিত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছে।